পলিসি ব্রিফ

কর্মক্ষেত্রের বাইরে তৈরি পোশাক খাতের শ্রমিক: জীবন-যাপনের অবস্থা, নিরাপত্তা এবং সামাজিক সুরক্ষা পরিস্থিতি

গবেষক: মোস্তাফিজ আহমেদ, সজীব দে; সমন্বয়কারী: নাজমা ইয়াসমীন

তৈরি পোশাক (আরএমজি) শিল্প বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি। এ শিল্প ৩.১ মিলিয়ন মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করেছে (বিবিএস, ২০১৮), যার মধ্যে বেশির ভাগই নারী শ্রমিক। লক্ষ্যণীয়, জাতীয় অর্থনীতি ও নারীর কর্মসংস্থানে উল্লেখযোগ্য অবদানের পাশাপাশি কর্মক্ষেত্রে শ্রমিক-অধিকারের নাজুক পরিস্থিতিকে ভিত্তি করে তৈরি পোশাক শিল্প প্রতিনিয়তই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মনোযোগের কেন্দ্রে অবস্থান করছে। অতিরিক্ত কর্মঘন্টা এ খাতের একটি অবিচ্ছেদ্য বৈশিষ্ট্য; দৈনিক এবং সাপ্তাহিক কাজের সময় সম্পর্কিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানদন্ডের লঙ্ঘন একটি নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। অন্যদিকে, ন্যূনতম মজুরি বাড়ানো সত্ত্বেও সর্বশেষ নির্ধারিত মজুরির পরিমাণ শ্রমিকদের জন্য শোভন জীবনযাপনের বিষয়টি নিশ্চিত করতে পারেনি। ট্রেড ইউনিয়ন (টিইউ) অধিকারের বিষয়টিও রয়েছে উদ্বেগজনক অবস্থায়। ২০১৩ সালে রানা প্লাজা ট্র্যাজেডির পর থেকে কারখানা পর্যায়ে ইউনিয়নের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ঠিকই, তবে বিদ্যমান অবস্থা ইউনিয়নসমূহ সম্পূর্ণরূপে কার্যকরী হওয়ার পক্ষে এখনও অনুকূল নয়। সামগ্রিকভাবে, কর্মক্ষেত্রে অধিকারের বিষয়গুলো এখনো উদ্বেগের পর্যায়েই রয়ে গেছে।

অন্যদিকে, কর্মক্ষেত্রের বাইরে রয়েছে শ্রমিকের জীবনের অপর একটি দিক, যা এখনো বহুলাংশে অনুদঘাটিত । তৈরি পোশাক খাতের লক্ষ লক্ষ শ্রমিক সমাজের সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশের প্রতিনিধি। বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক উপাদানসমূহ এ খাতে কর্মরত শ্রমিকদের জীবনযাপন, নিরাপত্তা এবং সামাজিক সুরক্ষা পরিস্থিতিকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করছে এবং এর ফলে শ্রমিকরা তাদের আবাসস্থল এবং সমাজ জীবনে একটা নাজুক অবস্থার মধ্যদিয়ে অতিক্রম করছে। তবে এসব শ্রমিকদের জীবনযাত্রার অবস্থা এখনও পূর্ণাঙ্গ গবেষণার আওতায় আনা হয়নি, এবং এ বিষয়ে যথাযথ ও নির্ভরযোগ্য তথ্য-উপাত্তের ঘাটতি লক্ষ্যণীয়। তথ্য-উপাত্তের অপ্রতুলতা একদিকে যেমন কর্ম পরিবেশের বাইরে পোশাক শ্রমিকের বিদ্যমান অবস্থা ও সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণের অন্তরায়, অন্যদিকে সমস্যা সমাধানের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা ও নীতি গ্রহণেও অন্যতম প্রধান বাধা।

এই পলিসি ব্রিফটিতে কর্মক্ষেত্রের বাইরে তৈরি পোশাক খাতে কর্মরত শ্রমিকদেও জীবনযাত্রার মান, কাজ ও জীবনের মাঝের ভারসাম্য, নিরাপত্তা এবং সামাজিক সুরক্ষা পরিস্থিতির একটি সামগ্রিক চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। পাশাপাশি বিদ্যমান অবস্থা এবং সমস্যার প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে।

গবেষণা বিষয়ক

৩ এলাকা (ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ এবং গাজীপুর)
৩৮৪ জন উত্তরদাতা
৬০.৪% নারী; **৩৯.৬%** পুরুষ
৪ টি এফজিডি
১৬ টি সাক্ষাৎকার

উত্তরদাতা বিষয়ক (তৈরি পোশাক খাতে কর্মরত শ্রমিক)

৭৫%, ৩২ বছরের নিচে
৬০.৪%, নারী
৬৬.৯%, সব থেকে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা বিবাহিত
৪১.৪% এবং **৪১.৭%** এর শিক্ষাগত যোগ্যতা ক্রমান্বয়ে প্রাথমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের

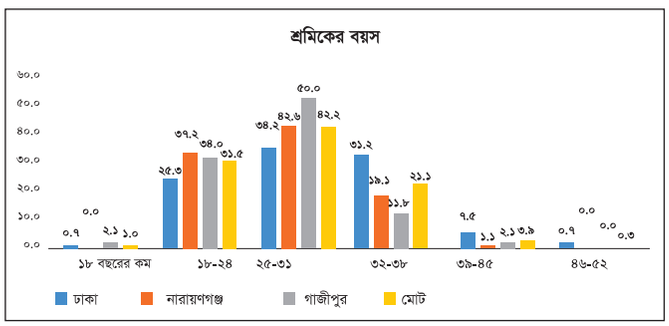

৮৩.৬% শ্রমিক পরিবারের সদস্যদের সাথে বাস করে
প্রতি পরিবারে গড় সদস্য, **৪.১৩** জন, যা জাতীয় গড় থেকে বেশি
৯৭% এর নির্ভরশীল সদস্য আছে (গড়ে ২.৩২ সদস্য হবে)
প্রতি পরিবারে উপার্জনক্ষম ব্যক্তির সংখ্যা **১.৮** জন

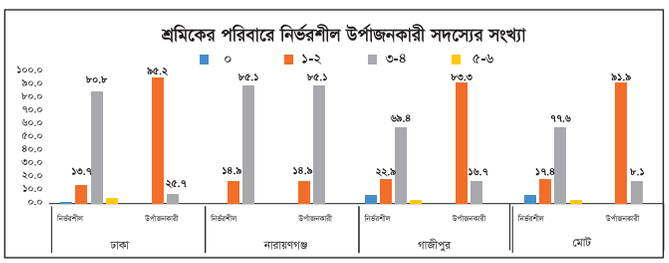

পলিসি ব্রিফ

কর্মক্ষেত্রের বাইরে তৈরি পোশাক খাতের শ্রমিক: জীবন-যাপনের অবস্থা, নিরাপত্তা এবং সামাজিক সুরক্ষা পরিস্থিতি

গবেষক: মোস্তাফিজ আহমেদ, সজীব দে; সমন্বয়কারী: নাজমা ইয়াসমীন

বাসস্থানের অবস্থা

শ্রমিকরা প্রধানত ভাড়া বাসা, আধা-পাকা এবং কোয়ার্টার টাইপ বাড়িতে বাস করে:

৭৩% আধা-পাকা বাড়িতে বাস করে
৩৪.২৫% ঢাকার বস্তিতে বাস করে
৯৮% ভাড়া বাসায় বাস করে
৪২.৭% কোয়ার্টার টাইপ বাড়িতে বাস করে

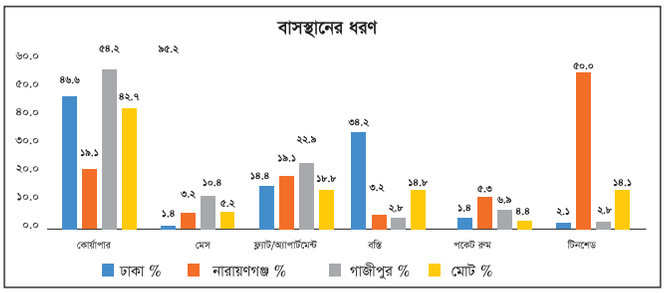

বেশিরভাগ শ্রমিক একক ও ছোট কক্ষে বাস করে:

৮৪.১% একক কক্ষে বাস করে
৫৬.৮% শ্রমিকের কক্ষের আকার ৬০-৮০ বর্গফুট
১৮.৫% শ্রমিকের কক্ষের আকার <৫০ বর্গফুট
গড়ে **৩.১৬** সদস্য একটি একক কক্ষে বাস করে

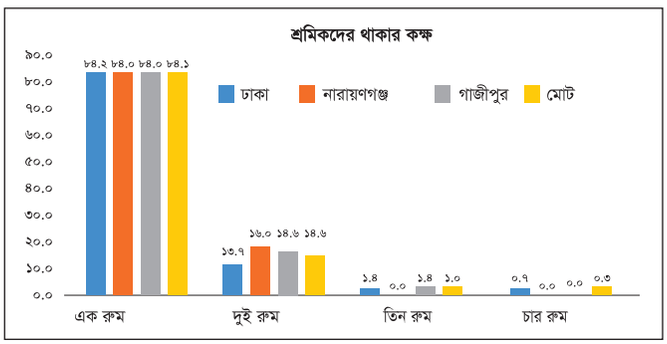

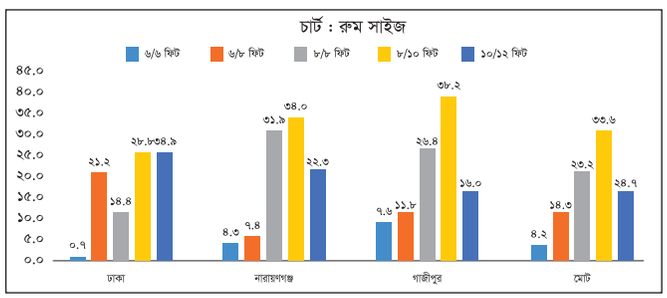

বাসা-ভাড়ার পরিমাণ, এর বৃদ্ধি এবং শ্রমিকদের পদক্ষেপসমূহ:

গড় বাসা ভাড়া **৩৫৭৪.৬৪** টাকা

৬৮.১% বাসা ভাড়া বছরে একবার বৃদ্ধি করা হয়

বাড়ির মালিকরা ভাড়া বৃদ্ধির জন্য নির্দিষ্ট কোন সময়সীমা মেনে চলে না

বাড়তি বাড়ি ভাড়ার সাথে খাপ খাওয়াতে শ্রমিকরা বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে:

৬৭.৪% মাসিক বাজার খরচ কমায়

৩১.৫% টাকা ধার করে

স্বল্প সংখ্যক শ্রমিক, কদাচিৎ **কঠোর পদক্ষেপ** গ্রহণ করে (যেমন: শিশুদের গ্রামে পাঠানো, খাবার কমানো)

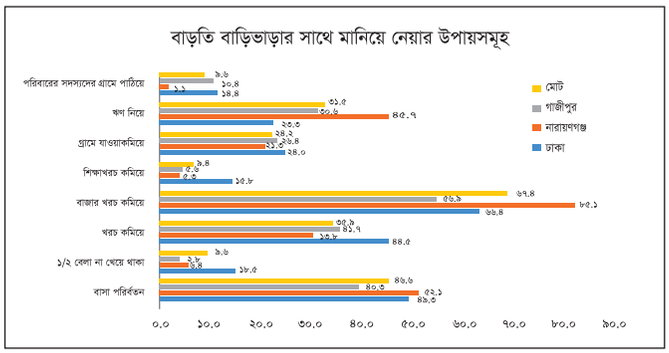

তৈরি পোশাক খাতে ন্যূনতম মজুরী ঘোষণার পর বাসাভাড়া বৃদ্ধি একটি নির্মম বাস্তবতা:

৭২.৪% শ্রমিকের বাসা ভাড়া বৃদ্ধি পেয়েছে

৪১.৯% শ্রমিক নতুন মজুরির ১-২ মাসের মধ্যে এবং **২৬%** শ্রমিক ৫-৬ মাস পর বাসা ভাড়া বৃদ্ধির সম্মুখীন হয়েছেন

গড় ভাড়া বৃদ্ধির পরিমাণ **২৩৩.৭০ টাকা**

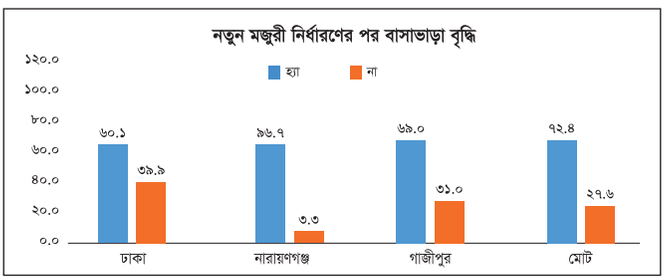

পলিসি ব্রিফ

কর্মক্ষেত্রের বাইরে তৈরি পোশাক খাতের শ্রমিক: জীবন-যাপনের অবস্থা, নিরাপত্তা এবং সামাজিক সুরক্ষা পরিস্থিতি

গবেষক: মোস্তাফিজ আহমেদ, সজীব দে; সমন্বয়কারী: নাজমা ইয়াসমীন

বাসা ভাড়ার কোন লিখিত দলিল **নেই**

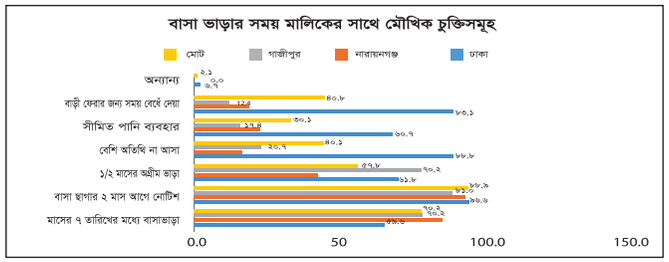

এক পাক্ষিক মৌখিক চুক্তি

বাসা ভাড়া করা সবসময় সহজ নয়, একা/ অবিবাহিত নারীরা কঠিন শর্তের সম্মুখীন হয়।

৭৫% নারী যারা পরিবারের সাথে বাস করে না (একা বা অবিবাহিত) তারা বিভিন্ন ধরণের জটিলতার সম্মুখীন হয়।

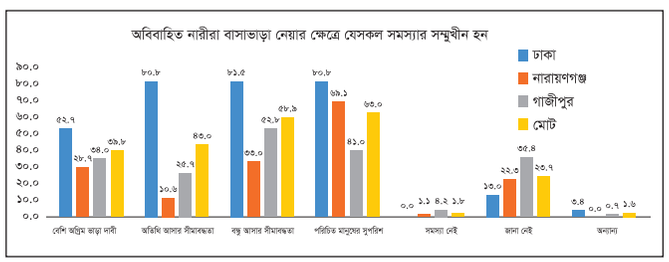

পরিষেবা ব্যয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বাসাভাড়ায় অন্তর্ভূক্ত থাকে, তবে অতিথি থাকলে বাড়তি টাকা দিতে হয়।

- পানি, গ্যাস এবং বিদ্যুৎ ব্যয় যথাক্রমে **৯২%, ৮১.৫%** এবং **৬৪.১%** শ্রমিকের ভাড়ার সাথে অন্তর্ভুক্ত
- প্রতি **২** জন শ্রমিকের **১** জন জানান, যখন অতিথিরা থাকেন তখন বাড়ির মালিক অতিরিক্ত অর্থ দাবী করেন।

"শেয়ারিং"-শ্রমিকের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ

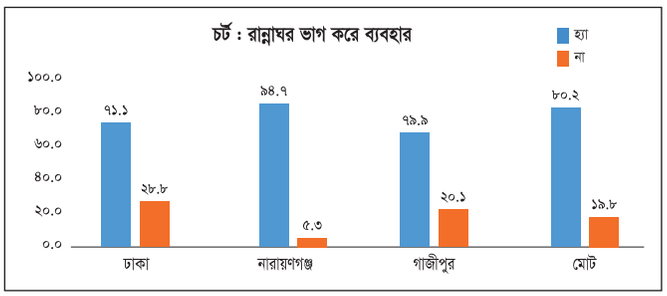

গড়ে

২৭ জন এবং **৯.৩৪** টি পরিবার (২-৭০ টি পরিবার) একটি পানির উৎস ব্যবহার করে

৬.৩০ পরিবার (২-৩০ টি পরিবার) একটি রান্নাঘর ব্যবহার করে

৩ টি পরিবার একটি চুলা ব্যবহার করে

৪.৪১ টি পরিবার একটি শৌচাগার ব্যবহার করে

"শেয়ারিং" করে থাকার চূড়ান্ত পরিণতি হচ্ছে "সিরিয়াল" ধরা, "সিরিয়াল" ধরার কারণে প্রতিদিন **১.৫** ঘন্টা ব্যয় হয়

প্রতি **৩** জনে **২** জন শ্রমিক পানি সংগ্রহ করতে লাইনে দাঁড়ায়

প্রতি **৪** জনে **৩** জন (৭৪.৭%) পরিবার রান্না করার জন্য "সিরিয়াল" ধরে

৮০.৭% শ্রমিক শৌচাগার ব্যবহার করার জন্য "সিরিয়াল" ধরে এবং

৭০.৮% শ্রমিক গোসল করার জন্য "সিরিয়াল" ধরে

সর্বোপরি, বিভিন্ন কারণে "সিরিয়াল" ধরতে গিয়ে একজন শ্রমিকের গড়ে মোট **৯০.৪৪** মিনিট ব্যয় হয়।

পরিষেবাসমূহ (পানি, গ্যাস, বিদ্যুৎ) নিরবিচ্ছিন্নভাবে ২৪ ঘন্টার জন্য পাওয়া যায় না

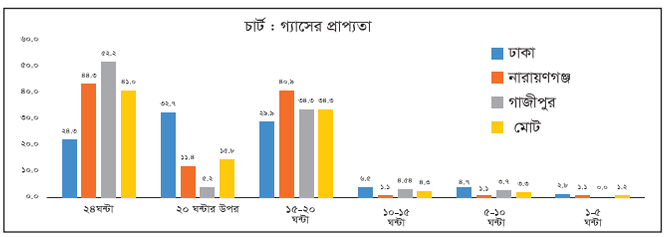

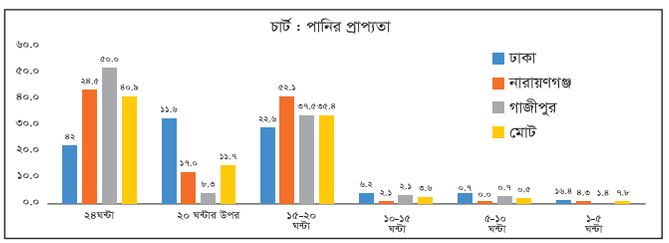

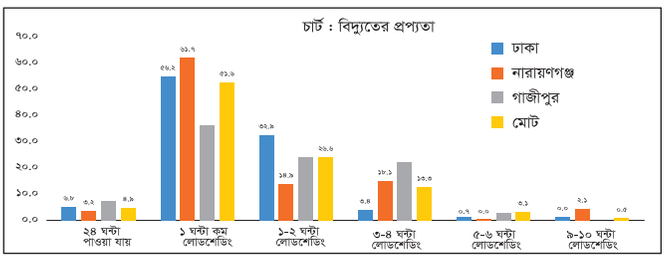

পলিসি ব্রিফ

কর্মক্ষেত্রের বাইরে তৈরি পোশাক খাতের শ্রমিক: জীবন-যাপনের অবস্থা, নিরাপত্তা এবং সামাজিক সুরক্ষা পরিস্থিতি

গবেষক: মোস্তাফিজ আহমেদ, সজীব দে; সমন্বয়কারী: নাজমা ইয়াসমীন

বাসস্থান বিষয়ে শ্রমিকের সন্তুষ্টির মাত্রা বিভিন্ন ধরণের

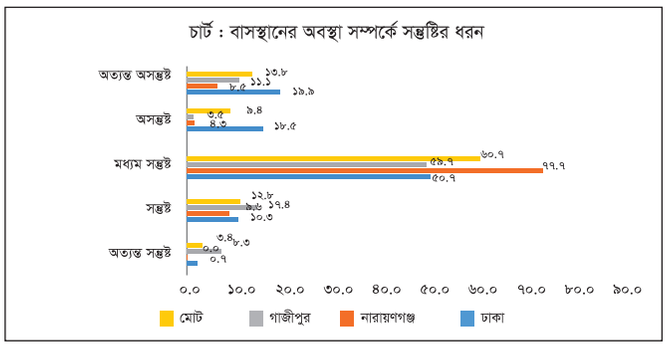

আয়, ব্যয়, সঞ্চয় এবং সম্পদ

মোট উপার্জনকারী, তৈরি পোশাক খাত ব্যতিত অন্য আয়ের উৎস এবং মোট উপার্জনকারীর সংখ্যা:

৭৬.৮% শ্রমিক তার পরিবারের মূল উপার্জনকারী

৮৯.১% এর তৈরি পোশাক খাতই একমাত্র আয়ের উৎস

একজন শ্রমিকের গড় আয় **১০৭৭৩.৩৫** টাকা

৭.৩% সরকার ঘোষিত ন্যূনতম মজুরীর কম বেতন পায়

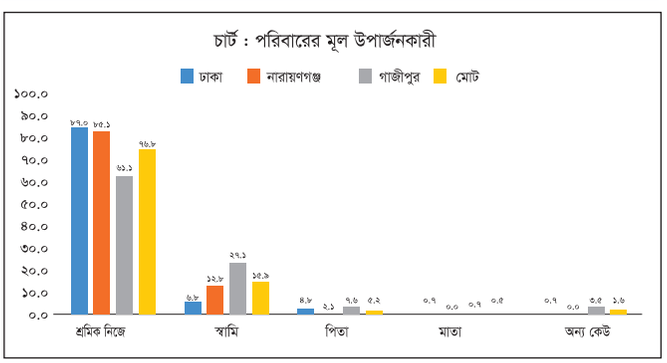

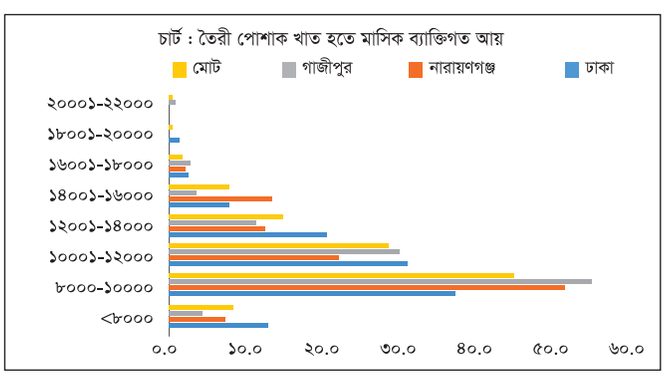

পরিবারের আয়-ব্যয়ের পার্থক্য:

গড় মাসিক পারিবারিক আয় **১৭,৫৯১.৩৪ টাকা**

গড় মাসিক পারিবারিক ব্যয় **১৭,৯১৭ টাকা**

৭৩.৭% আয়-ব্যয়ের ঘাটতিতে থাকেন

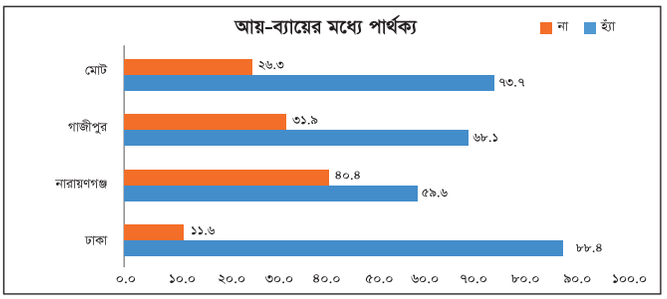

৫৫.৫% বছর ব্যাপী ঘাটতির সম্মুখীন হয়

৭১% বিনা সুদে ধার নেয় এবং মুদি দোকানে টাকা বাকি রাখে

৮২% ধারে দ্রব্যাদি ক্রয় করার ক্ষেত্রে বেশি দামে কিনতে বাধ্য হয়

২৮.৬% মাঝে মাঝে গ্রাম থেকে সহযোগিতা নেয়

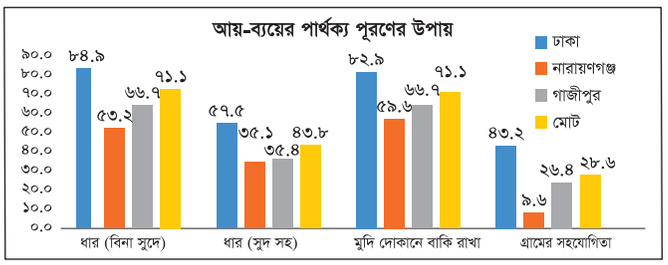

- **৬৮.২%** শ্রমিকের কোন পারিবারিক সঞ্চয় নেই

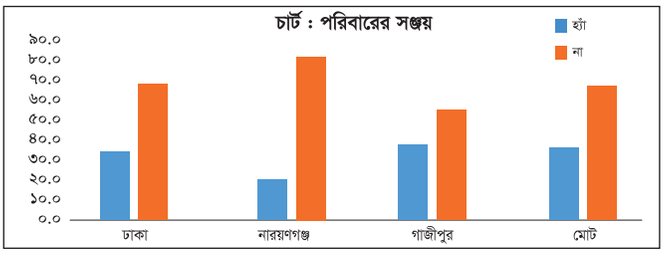

নিজস্ব আয়ের উপর নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে লৈঙ্গভিত্তিক পার্থক্য প্রকটভাবে বিদ্যমান

- **৫১.২৯%** নারী শ্রমিকের তাদের আয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ নেই

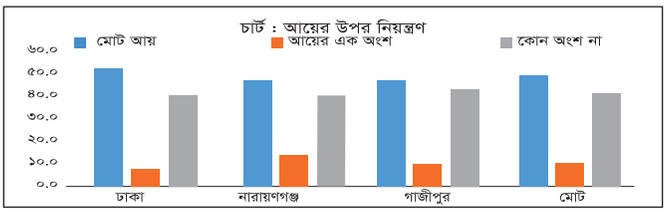

পলিসি ব্রিফ

কর্মক্ষেত্রের বাইরে তৈরি পোশাক খাতের শ্রমিক: জীবন-যাপনের অবস্থা, নিরাপত্তা এবং সামাজিক সুরক্ষা পরিস্থিতি

গবেষক: মোস্তাফিজ আহমেদ, সজীব দে; সমন্বয়কারী: নাজমা ইয়াসমীন

পরিবারের সম্পদ:

সবথেকে সাধারণ (৮০% পরিবারে আছে) সম্পদ:
৯৯.৫% এর বৈদ্যুতিক পাখা আছে
৯৪% এর মোবাইল ফোন আছে
৯৩% এর খাট/বিছানা আছে

সবথেকে কম প্রাপ্ত সম্পদ (২০% এর কম পরিবারে আছে)
৭% এর বাইসাইকেল আছে
৯.৬% এর সেলাই মেশিন আছে

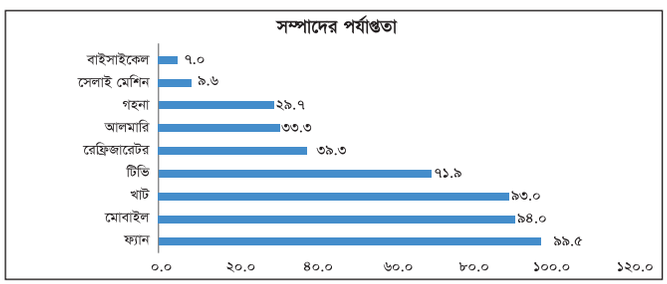

খাদ্যাভ্যাস, স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং স্বাস্থ্যবিধি

কিছু সাধারণ বিষয় ব্যতিত, শ্রমীকদের খাদ্য গ্রহণের অভ্যাস একই রকম:

- শ্রমিকদের একটি বড় অংশের খাদ্য তালিকায় সাধারণত বড় মাছ, গরুর মাংস, ফল এবং দুধ থাকে না।
- ৮৫% সপ্তাহে ১-২ দিন ছোট মাছ খায়।
- ৮৪% সপ্তাহে ১-৩ দিন ডিম খায়।

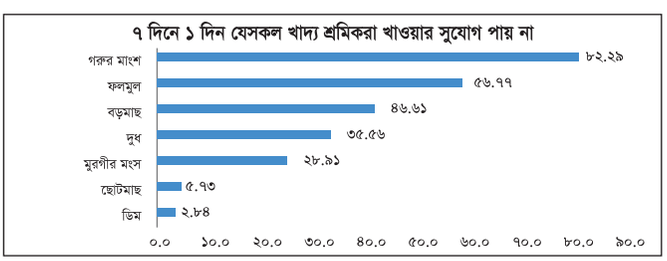

অনেকেরই দীর্ঘস্থায়ী রোগ রয়েছে এবং এক্ষেত্রে এলাকাভিত্তিক পার্থক্য বিদ্যমান

- **৬৫.১%** শ্রমিক স্বাস্থ্য সমস্যার সম্মুখীন হয়
- ঢাকায় কর্মরত শ্রমিকদের মাঝে দীর্ঘস্থায়ী রোগের হার বেশি **(৮৩.৫৬%)** এবং গাজীপুরে কম **(৫০%)**

স্যানিটারি ন্যাপকিনের ব্যবহার খুব একটা লক্ষ্য করা যায় না

২৪.১% নারী শ্রমিক স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যবহার করে

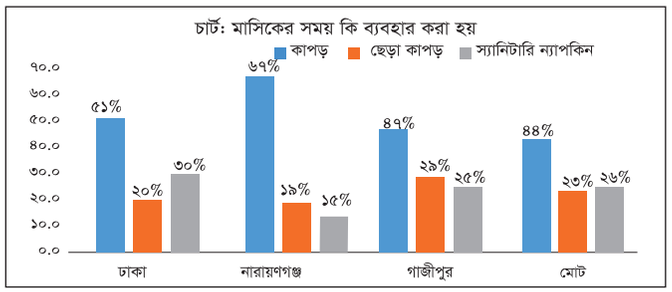

পানি বিশুদ্ধকরণ

১০ জনের মধ্যে **৭** জন শ্রমিক খাবার পানি বিশুদ্ধকরণের জন্য কোন পদ্ধতি ব্যবহার করে না;

৩৭% নলকূপ থেকে পানি সংগ্রহ করে, তাই বিশুদ্ধকরণের প্রয়োজন হয় না বলে মনে করে;

৭৭.৯% তাদের ব্যবহৃত পানির আর্সেনিক পরীক্ষা করা হয়েছে কি না জানে না।

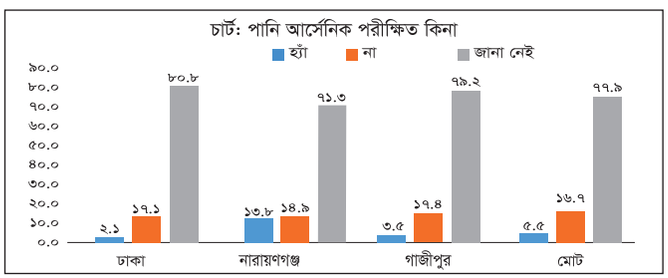

হাত ধোয়ার অভ্যাসের ক্ষেত্রে এলাকাভিত্তিক পার্থক্য লক্ষ্যণীয়

৫৮.১% শুধুমাত্র খাবার গ্রহণের আগে পানি দিয়ে হাত ধোয়;
৭৭.৬% শ্রমিক শৌচাগার ব্যবহারের পর সাবান দিয়ে হাত ধোয় (গাজীপুরে ৮৯.৬%);
১৫.৬% শৌচাগার ব্যবহারের পর শুধুমাত্র পানি ব্যবহার করে (২৯.৮% নারায়ণগঞ্জ)

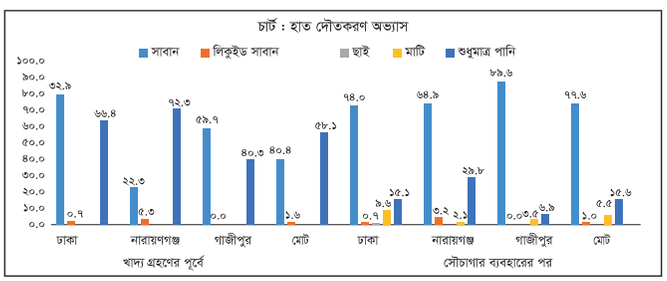

পলিসি ব্রিফ

কর্মক্ষেত্রের বাইরে তৈরি পোশাক খাতের শ্রমিক: জীবন-যাপনের অবস্থা, নিরাপত্তা এবং সামাজিক সুরক্ষা পরিস্থিতি

গবেষক: মোস্তাফিজ আহমেদ, সজীব দে; সমন্বয়কারী: নাজমা ইয়াসমীন

কর্ম জীবনের ভারসাম্য

৪৭% সময় (২৪ ঘন্টার মধ্যে) কর্মক্ষেত্রে ব্যয় হয়:
১১.১৫ ঘন্টা দৈনিক-(৮.৩০ ঘন্টা সাধারণ কর্মঘন্টা + ২.৮৫ ঘন্টা ওভার টাইম)
১৩% শ্রমিক ৮ ঘন্টার বেশি সময় কাজ করে কিন্তু তা ওভার টাইম হিসেবে বিবেচনা করা হয় না
৫১.৩% ওভার টাইম করে ২ ঘন্টার উপর (নারায়ণগঞ্জে প্রায় ৯০%)

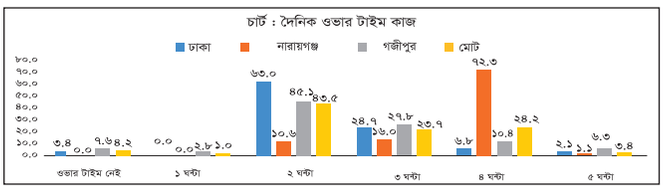

বেশিরভাগ শ্রমিকের বাসস্থান হতে কারখানার দূরত্ব **১-৩** কিলোমিটার ;
৮২% শ্রমিক পায়ে হেটে কারখানায় যায়
কারখানায় পৌঁছাতে গড়ে **৫০ মিনিট** সময় ব্যয় হয়

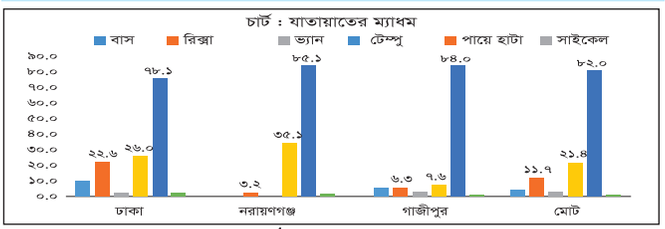

শ্রমিকরা গড়ে **১১.১২ ঘন্টা** ঘরে থাকে:
৫০.৩% ১২-১৪ ঘন্টা এবং **৪৫.৬%** ৯-১১ ঘন্টা বাসায় অবস্থান করে।

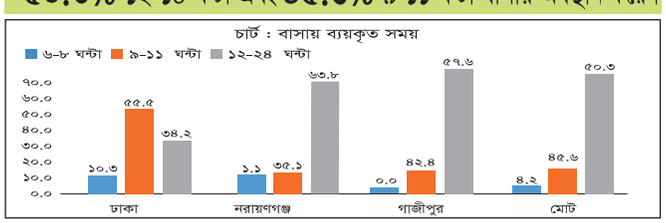

শ্রমিকদের ঘুমের সময় সাধারণত খুবই স্বল্প
ঘুমানোর জন্য গড়ে **৫.৬৮ ঘন্টা** সময় পান
নারীদের ঘুমের সময় পুরুষের তুলনায় অনেক **কম**
কোন নারী শ্রমিক ৬ ঘন্টার উপর ঘুমায় না, যেখানে
৪৪% পুরুষ শ্রমিক ৬ ঘন্টার বেশি ঘুমায়

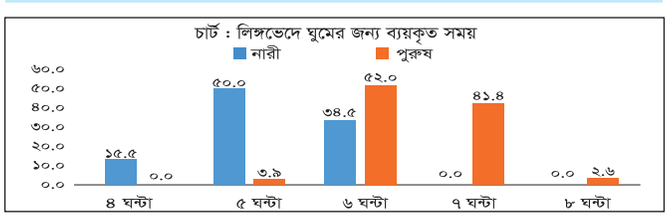

পুরুষ শ্রমিকদের থেকে নারী শ্রমিকরা গৃহস্থালি কাজে প্রায় দ্বিগুণ সময় ব্যয় করে:
নারীরা গৃহস্থালি কাজের জন্য ব্যয় করে **৬.১৬ ঘন্টা**
পুরুষরা গৃহস্থালি কাজের জন্য ব্যয় করে মাত্র **৩.৩ ঘন্টা**

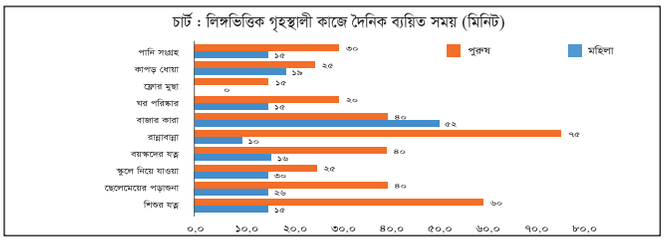

*পুরুষ শ্রমিকদের অবসর/বিশ্রামের সময় নারী শ্রমিকদের তুলনায় **৪ গুন বেশী***
গড় বিশ্রামের সময় **৫০ মিনিট**
নারীদের জন্য বিশ্রামের সময় **৩১.৩ মিনিট**
পুরুষদের জন্য বিশ্রামের সময় **১২২.৪৮ মিনিট**
সাপ্তাহিক ছুটির দিন গৃহস্থালি কাজ করতেই সময় চলে যায়

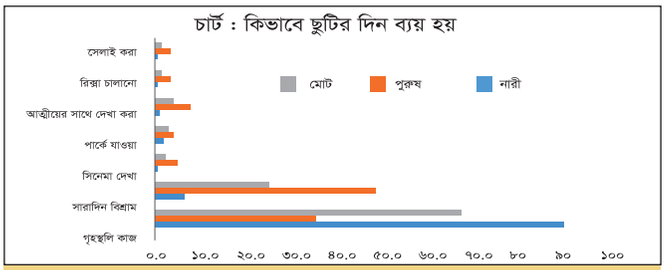

কাজ ও জীবনের মধ্যে ভারসাম্য উপলব্ধির ক্ষেত্রে **লিঙ্গ ভিত্তিক পার্থক্য** উল্লেখযোগ্য

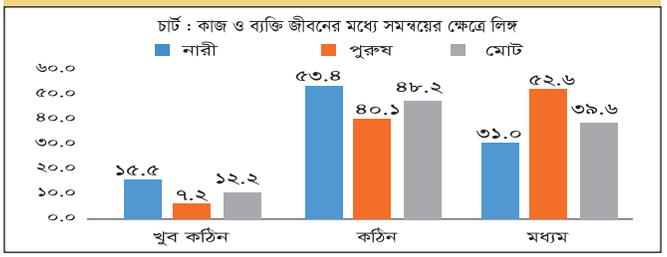

নিরাপত্তা পরিস্থিতি

শ্রমিকেরা বিভিন্ন ধরণের হয়রানির শিকার।

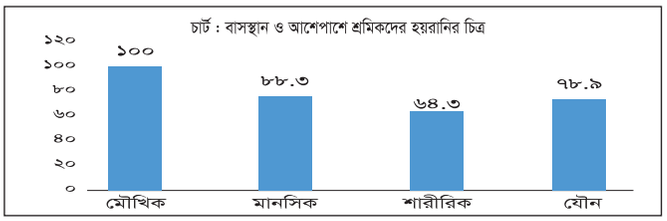

পলিসি ব্রিফ

কর্মক্ষেত্রের বাইরে তৈরি পোশাক খাতের শ্রমিক: জীবন-যাপনের অবস্থা, নিরাপত্তা এবং সামাজিক সুরক্ষা পরিস্থিতি

গবেষক: মোস্তাফিজ আহমেদ, সজীব দে; সমন্বয়কারী: নাজমা ইয়াসমীন

হয়রানিকারীর বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার অন্তর্ভুক্ত।

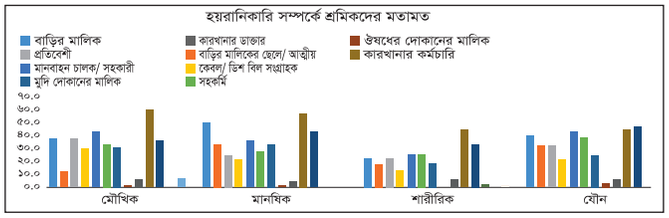

- **৫৩.৯%** হয়রানির প্রেক্ষিতে কোন অভিযোগ করে না

বহুমুখী কারণ শ্রমিকদেরকে হয়রানির অভিযোগ করতে নিরুৎসাহিত করে।

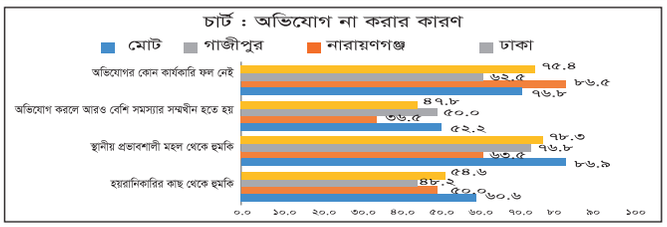

আবাসস্থানে বিভিন্ন ধরনের নিরাপত্তা ঝুঁকি বিদ্যমান :

- প্রতি **১০** জনে **৮** জন শ্রমিক ঝুঁকির কথা উল্লেখ করেছেন

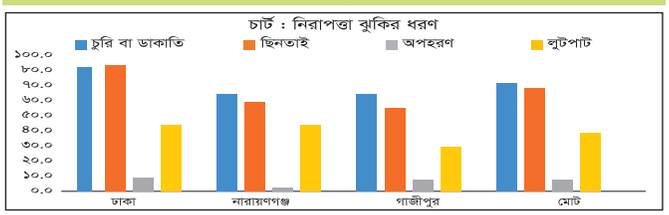

সেবা ও সামাজিক সুরক্ষা

বেশিরভাগ শ্রমিক চিকিৎসা নিতে স্থানীয় ফার্মাসিতে যায়

প্রতি **১০** জনের মধ্যেঃ

- **৮** জনের বেশি (**৮৪.১%**) শ্রমিক স্থানীয় ফার্মাসিতে যায়
- **৬** জন ঔষধ বিক্রেতার (ফার্মাসিস্ট) পরামর্শ মত ঔষধ গ্রহণ করে,
- **২** জন স্থানীয় ফার্মাসির ডাক্তারদের সাথে পরামর্শ করে

৪.৪% চিকিৎসার জন্য সরকারী হাসপাতালে যায়

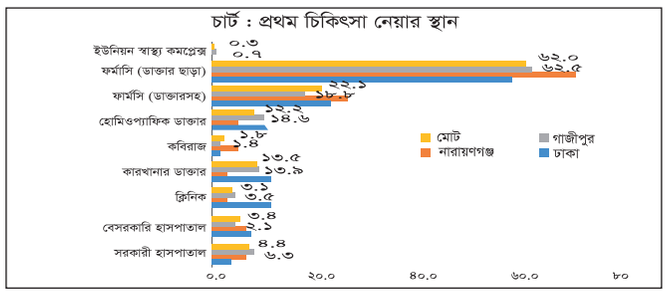

শ্রমিকের সরকারী হাসপাতাল বিমুখতার কারণ বহুমুখী।

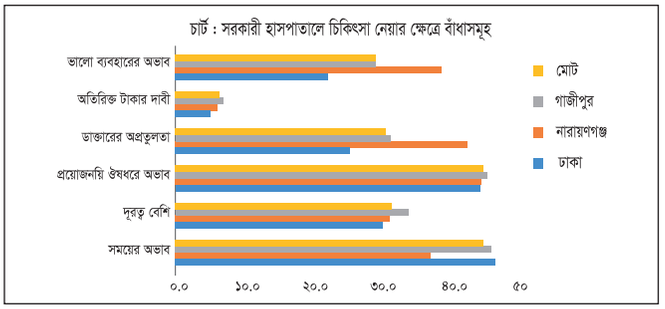

স্কুল পছন্দের ক্ষেত্রে এলাকাভিত্তিক পার্থক্য লক্ষ্যণীয়ঃ

৪৪.১% গাজীপুর এবং **৪৩%** নারায়ণগঞ্জের শ্রমিক সন্তানদের সরকারী স্কুলে পাঠায়

৩৬.৫% ঢাকার শ্রমিক বেসরকারি স্কুলকে পছন্দ করে সন্তানদের মাদ্রাসায় পাঠানোর প্রবণতা ঢাকায় বেশি

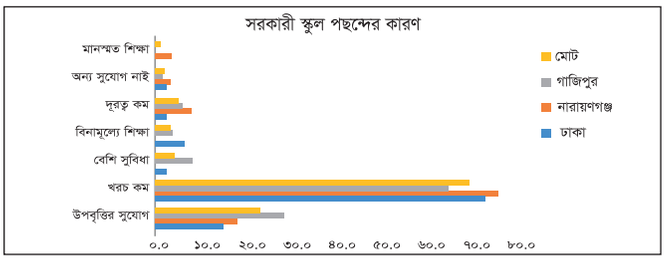

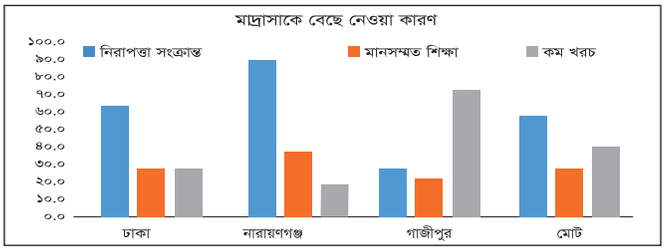

- **৫৭%** শ্রমিক কারখানায় যাওয়ার সময় তাদের সন্তানদের বাড়িতে রেখে যায়

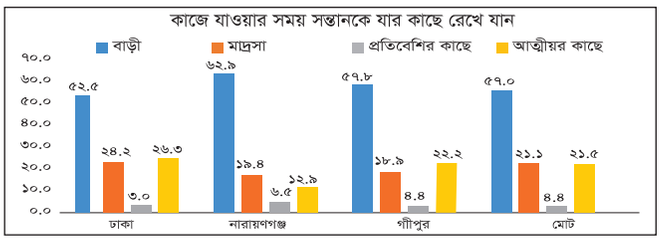

পলিসি ব্রিফ

কর্মক্ষেত্রের বাইরে তৈরি পোশাক খাতের শ্রমিক: জীবন-যাপনের অবস্থা, নিরাপত্তা এবং সামাজিক সুরক্ষা পরিস্থিতি

গবেষক: মোস্তাফিজ আহমেদ, সজীব দে; সমন্বয়কারী: নাজমা ইয়াসমীন

- শ্রমিকের বসবাসরত এলাকাতে সাধারণত: কোন দিবাযত্ন কেন্দ্র দেখা যায় না।
- **৪৬.৬%** দিবাযত্ন কেন্দ্র থাকা বা না থাকা সম্পর্কে অবগত নয়।

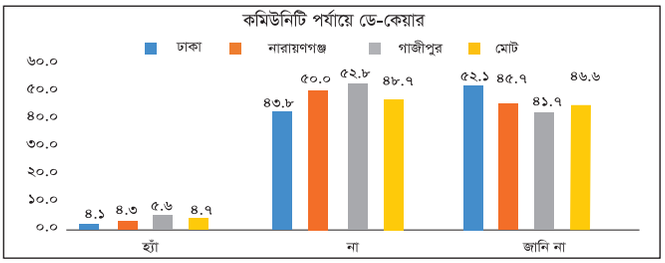

- **৭১.৪%** জানান স্থানীয় সড়কে বৈদ্যুতিক বাতির ব্যবস্থা রয়েছে কিন্তু এর অবস্থা সবসময় ভালো থাকে না
- **৬০.৪%** কখনও মশা মারার ঔষধ ছিটাতে দেখেননি
- সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে শ্রমিক এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের অংশগ্রহণের সুযোগ খুবই সীমিত।

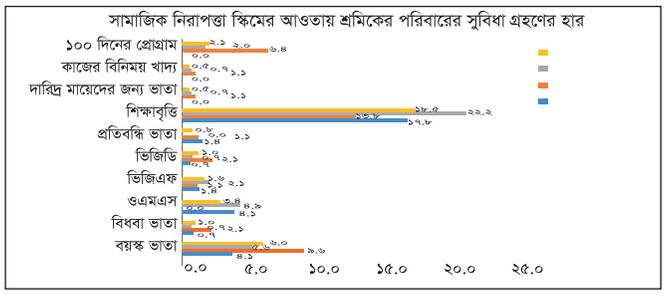

সুপারিশসমূহ

শোভন আবাসন ব্যবস্থা

প্রয়োজনীয় সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপসমূহ:

- শ্রমিক এবং তাদের পরিবারসমূহের জন্য সরকারীভাবে আবাসনের ব্যবস্থা করা।
- বাড়ি ভাড়া পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য কৌশল নির্ধারণ করা। এক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি, স্থানীয় ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ এবং বাড়ির মালিকদের সমন্বয়ে এলাকাভিত্তিক বাড়ি-ভাড়া পর্যবেক্ষণ কমিটি গঠন করা।
- মালিক এবং শ্রমিক উভয় পক্ষের স্বার্থ রক্ষা করবে এমন বিধিবিধান উল্লেখ করে বাড়ি ভাড়ার ক্ষেত্রে লিখিত চুক্তি নিশ্চিত করা।
- বাড়ি-ভাড়া নিয়ন্ত্রণ আইনটি হালনাগাদ করে এর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

বাসস্থানে ২৪ ঘন্টা ইউটিলিটি সেবাসমূহের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা।

কর্ম-জীবনের উপযুক্ত ভারসাম্য আনয়ন

- কারখানা পর্যায়ে শ্রম আইনের কর্মঘণ্টা সম্পর্কিত ধারাসমূহ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।
- পরিবারে লিঙ্গ-সমতা নিশ্চিতকরণ; পরিবারে শ্রম বিভাজনের বিদ্যমান ধারা পুনঃনির্মাণ/পুনর্গঠনের সামজিক উদ্যোগ/আন্দোলন পরিচালনা।

উন্নত স্বাস্থ্য-সুরক্ষার ব্যবস্থা

- শ্রমিকদের শোভন জীবনধারণ উপযোগী মজুরীর জন্য ক্যাম্পেইন/আন্দোলন।
- সরকার ও এনজিওসমূহের পক্ষ থেকে স্বাস্থ্য-সুরক্ষা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি ও জন্য প্রয়োজনীয় কর্মসূচি গ্রহণ।

সরকারী স্কুল বৃদ্ধি এবং মান উন্নততকরণ

- শ্রমিক অধ্যুষিত স্থানে/এলাকায় অধিকহারে সরকারী স্কুল প্রতিষ্ঠা করা।
- বিদ্যমান স্কুলসমূহের আসন সংখ্যা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া।
- সরকারী স্কুলের শিক্ষার মান উন্নত করা।

সরকারী স্বাস্থ্য সেবাসমূহে শ্রমিকের প্রবেশ সহজকরণ

- শ্রমিক অধ্যুষিত এলাকাসমূহে স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন।
- শিল্পাঞ্চলে অবস্থিত সরকারী হাসপাতালে সান্ধ্যকালীণ শিফট প্রবর্তন করা।
- সরকারী হাসপাতালসমূহে শ্রমিকদের জন্য 'শুক্রবার/ছুটির দিন সেবা' প্রবর্তন করা।

সরকারী উদ্যোগে শ্রমিকের বসবাসের এলাকাসমূহে ডে-কেয়ার প্রতিষ্ঠা করা।

শ্রমিকের বসবাসের এলাকা ও চলাচলের পথ নিরাপদকরণ।

- শ্রমিকদের বসবাসের স্থানসমূহে এবং শ্রমিকরা প্রায়শই ব্যবহার করে এমন পথে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করা।
- শ্রমিকদের জন্য, বিশেষত: তাদের রাত্রিকালীন যাতায়াতের ক্ষেত্রে পরিবহণের ব্যবস্থা করা।
- সুরক্ষা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা তদারকির জন্য কমিউনিটি ভিত্তিক কমিটি গঠন (স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি, স্থানীয় ট্রেড ইউনিয়ন, পুলিশকে অন্তর্ভুক্ত করে)।
- কমিউনিটিভিত্তিক অভিযোগ গ্রহণ এবং সমাধান প্রক্রিয়া/কৌশল নির্ধারণ করা।

তৈরি পোশাকখাতের শ্রমিকদের প্রয়োজনসমূহকে বিবেচনায় নিয়ে সুনির্দিষ্ট সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি প্রবর্তন করা।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ- বিল্‌স

সহযোগিতায় : Mondiaal FNV